পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

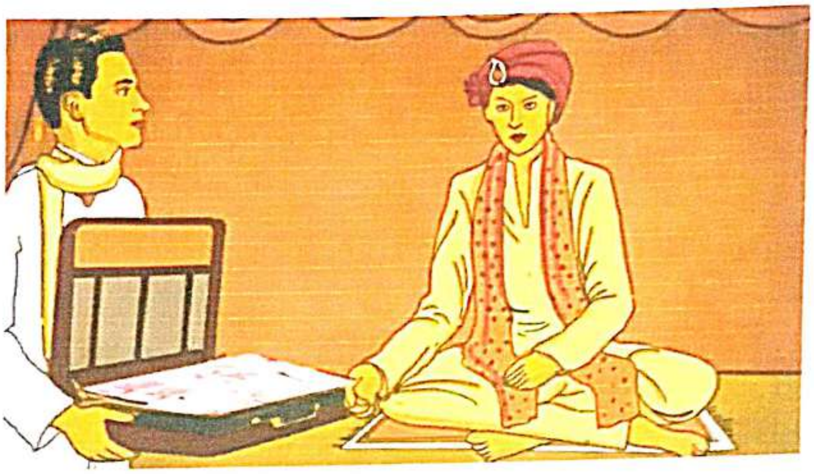

নামঃ কুন্তলিকা জানা

বিভাগঃ সমাজতত্ত্ব

সেমিস্টারঃ ষষ্ঠ

পেপারঃ DSE 4-T

ক্রমিক সংখ্যাঃ ১১১৬১১৬-২০০২০৯

রেজিস্ট্রেশান নংঃ ১১৬০০৭২(২০২০-২০২১)

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

সূচীপত্র

♦ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নম্বর

♦ প্রথম অধ্যায় –

• ভূমিকা

ক. সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা

খ. সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ

গ. পণপ্রথার সংজ্ঞা

ঘ. পণপ্রথার ইতিহাস

ঙ. পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য

১.১ বিষয় নির্বাচন

১.২ পুস্তক পর্যালোচনা

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষণালব্ধ পদ্ধতি

১.৫ অসুবিধা

♦ দ্বিতীয় অধ্যায়

• প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

♦ তৃতীয় অধ্যায়

• জীবন বৃত্তি

♦ চতুর্থ অধ্যায়

• সারাংশ ও উপসংহার

♦ Appendix

♦ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mis. Kuntalika Jana, Semester:-Six, Roll No:- 1116116-200219 has done intersive field work at Muradpur Village, Chandipur,Purba Medinipur under my supervision.

DR. HASIBUL RAHAMAN

Depertment of Sociology

Haldia Govt. College

অভিজ্ঞান পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে মুরাদপুর গ্রামের মহিলাদের পণপ্রথা সংক্রান্ত বিষয়ে যে গবেষণাটি উপস্থাপন করেছি তা সমাজতত্ত্বের স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার জন্য যা আমি মহাশয় হাসিবুর রহমান এর অধীনে সম্পন্ন করেছি এর সাথে আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে এই কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এই কাজটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে কোথাও ভবিষ্যতে উপস্থাপন করব না

আমি এত দ্বারা জানাচ্ছি যে এই গবেষণাটি অন্য কোন রূপে অন্য কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অন্য কোন মহাবিদ্যালয় প্রকাশ করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগতভাবে ক্ষেত্র গবেষণার উপর নির্ভর করে পর্যালোচনা করা একটি সমাজতাত্তিক সমীক্ষার ফলস্বরূপ।

Kuntalika Jana

তারিখ-

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
(ACKNOWLEDGEMENT)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যলয়ের সমাজতত্ব বিভাগীয় পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক প্রকল্পের অংশ হিসাবে *পণপ্রথা সম্পর্কে সচেতনতা"* কার্যক্রমটি নির্বাচন করেছি। এই প্রকল্পটি নির্বাচনে এবং সফলভাবে গবেষণার কার্যটি রূপায়নে যাঁরা সহায়তা দান করেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

প্রথমেই এই কার্যক্রমে যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর মূল্যবান সময় ব্যায় করে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশদান ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং কার্য সম্পাদনে এই প্রতিবেদন উপস্থাপনে সাহায্য করেছেন সেই তত্বাবধায়ক **Dr. Hasibul Rahaman** (H.O.D , Sociology, Haldia Govt. College) মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও সমাজতত্ব বিভাগের অধ্যাপিকাগন Dr. Ananya Chatterjee এবং Dr. Moutan Roy –কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য।

হলদিয়া সরকারি মহাদ্যালয়ের অধ্যক্ষ *Dr. Pijus Kanti Triphati* মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্রকল্পটি নির্বাচন ও সমীক্ষার কার্যটি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানের জন্য।

সর্বপরি মহাবিদ্যালয়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমাকে এই মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার সকল সহপাঠীবৃন্দদের অনেক ধন্যবাদ এই উদ্যোগে আমাকে সাহায্য করে আমার পাশে থাকার জন্য এবং আমার মা-বাবাকে প্রণাম জানাই।

বিনীতা

কুন্তলিকা জানা

প্রথম অধ্যায়

◆ ভূমিকা :-

''যাবনা বাসরক-ক্ষ বধু-ব-শ বাজা-য় কিঙ্কিনি'' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেন নারীর বধূজীবনের প্রতি এই অনাশক্তি? কেন তার হৃদয়মথিত এই অভিমান? কেনই বা নারীজীবনের চিরন্তন স্বপ্ন ও সার্থকতা বধূজীবন এমন ধিক্কার ধ্বনিতে মন্ত্রিত হয়? কেন নারী সমাজের নিষ্করুন নির্যাতনে অকা-ল বিলীন হ-য় যায়? -য নারী গৃ-হর -সৌন্দর্য ও শান্তির চির উৎস, -কন -সই নারীর জীব-ন -ন-ম আ-স অকাল মৃত্যুর অভিশাপ? -কন নারী পরিনত হয় বিকিকিনির সহজ প-ন্য? নির্মম, নিষ্ঠুর -কান সামাজিক প্রথা যুগে যুগে নারীজীবনকে অশ্রুময়ী করেছে? পনপ্রথাই হল হৃদয়হীন সমাজের সেই নির্লজ্জ নারীপীড়নের অন্যতম হাতিয়ার। এই নির্মম প্রথার পাষানফল-ক -লখা আ-ছ কত নারীর অশ্রুত করুন কাহিনি, কত -বদনার নিষ্ঠুর ইতিহাস, কত দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুপাত। এরই নির্দয় অত্যাচা-র কত জীবন মৃত্যুর ম-ধ্য -প-য়-ছ চির শান্তি। কত নারীর সুখের সংসার হয়েছে ছারখার। বর্তমানের বিজ্ঞান-উজ্জ্বল দিনে সর্বপ্রকার মানবতা-বিরোধী বন্ধন মুক্তির আ-লাকিত বিশাল প্রান্ত-র আজও কত নিরুপমা-দর চিতা জ্বল-ছ। এখনও কত -স্নহলতারা আত্মাহূতি -দয় সেই আগুনে। পনপ্রথা একটি দীর্ঘদিনের কুপ্রথা। এই প্রথার জেরেই মহিলারা স্বামীর গৃহে নির্যাতিতা হন। পনপ্রথা নিষিদ্ধ কর-ত ১৯৬১ সা-ল তৈরি হয় পনপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন। এই আই-নর ফাঁক-ফাকর থাকায় সমাজের বিশেষ উপকার হয়নি বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পনের চাহিদা দিন দিন -ব-ড়ই চ-ল-ছ।

ক. সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা :-

সমাজ সৃষ্টির পর -থ-কই সমাজ সদস্যরা সামাজিক সমস্যা অনুভব কর-ছ। এ সমস্যা সমা-জর মধ্য হ-তই সৃষ্টি হ-য়-ছ। এটি একধর-নর সামাজিক অবস্থা। সমা-জ বসবাসকারি মানু-ষর কার-ণই এটি সৃষ্টি হয়, আবার সমাজের মানুষই এ সমস্যা মোকাবিলায় সমর্থ হয়। বহু সামাজিক বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন। কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বলা যাবে না।

হর্টন ও -লসলি বল-ছন -য, - ''সামাজিক সমস্যা হল এমন এক সামাজিক অবস্থা বা সমা-জর অধিকাংশ -লা-কর ওপর প্রভাব বিস্তার ক-র এবং সংঘবদ্ধভা-ব যা -মাকাবিলা করার প্র-য়াজনীয়তা অনুভূত হয়।''

ডাইড্রেন উল্লেখ করেছেন যে, - সামাজিক সমস্যা বলতে এমন এক পরিস্থিতিকে বোঝায় যা চাপ, উত্তেজনা, দন্দ্ব এবং হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।''

সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সামাজিক সমস্যা হল এমন এক অনাকাঙ্খিত সামাজিক সমস্যার পরিস্থিতি বা অধিকাংশ সমাজবাসীর ওপর চাপ, উত্তেজনা, দন্দ্ব, হতাশা ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের সামাজিক স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যহত করে, তবে সদস্যরা এ পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রন করতে সমর্থ হয়। সামাজিক সমস্যা আবার প্রাকৃতিক, শারীরিক, ভৌগলিক ইত্যাদি সমস্যা হতে আলাদা। যেমন – জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যা। এটি ঝড়-বন্যা, ক্যান্সার-ডায়াবেটিস অথবা নদী-ভাঙন হতে সম্পূর্ন আলাদা ধরণের সমস্যা।

খ. সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ –

ক্লারেন্স মার্শাল সামাজিক সমস্যার উৎস প্রসঙ্গে চার ধরণের রূপের উল্লেখ করেছেন।

1. প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যেগুলি উদ্ভুত।
2. যেগুলি জনসম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বিন্যাসে অন্তর্নিহিত থাকে।
3. যেগুলির উৎস ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক সংগঠনের জন্য।
4. সমাজের মধ্যেকার সংস্কৃতির মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ফলে যেগুলি সৃষ্টি।

ফ্যুলার এবং মাইয়ার্স তিন ধরণের সামাজিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

1. **প্রাকৃতিক সমস্যা** - যদিও এই সমস্যাগুলি সমাজকে প্রভাবিত করে তবুও এর কারণসমূহ মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না। যেমন – বন্যা ও ক্ষরা।
2. **উন্নতিসাধক সমস্যা** – এই সমস্যাগুলির প্রভাব সম্বন্ধে ঐক্যমত থাকলেও এর সমাধান সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। যেমন – অপরাধ, মাদকাশক্তি এবং দারিদ্রতা।
3. **নীতিগত সমস্যা** – এই সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে কোনো ঐক্যমত নেই। যেমন – জুয়াখেলা এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ।

গ. পনপ্রথার সংজ্ঞা -

বিবাহকে কেন্দ্র করে বা বিবাহ উপলক্ষে পাত্র-পাত্রী, তাদের মা-বাবা এবং নিকটতম জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে দান, উপহার, উপঢৌকন এবং অন্যান্য সামগ্রী সামাজিক বা ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী প্রদেয়, দেনা ও পাওনা বোঝানোর জন্য পৃথিবীর সবদেশ সবসময়ই বৈবাহিক লেনদেন-এর প্রথা রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজেও বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেকরকমের লেনদেন হয়ে থাকে। পনপ্রথা তাদের মধ্যে অন্যতম।

পনপ্রথা - এদেশের সমাজে এমন একটা সময় ছিল যখন পাত্রীর বাবা-মাকে পাত্রীর বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পন হিসাবে দিতে হত। বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দশকে অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকেও প্রথাটি লক্ষ্য করা গেছে। তখন কন্যার বাবা কনের ভরণ-পোষনের জন্য বা বরপক্ষকে আদর-আপ্যায়নের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতেন। একে কন্যাপন বা পন হিসাবে গন্য করা হত। পনপ্রথা ছাড়া বিয়ে করার নজির তখন কম দেখা যেত। সময়ের পরিবর্তনে পনপ্রথা আজ আর দেখা যায় না। বরং কন্যাপনের বিপরীত প্রথা মুসলিম সমাজে লক্ষ্য করা যায়, যা 1980 সালে আইন পাশ করে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

ঘ. পনপ্রথার ইতিহাস –

মনুষ্য জীবনে বিবাহ একটি সামাজিক বিধান। ব্যক্তি ও পারিবারিক পরিমন্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে, বৃহত্তর সমাজের কল্যান সাধনই এর মূল উদ্দেশ্য। আর পনপ্রথা হল হৃদয়হীন, নির্লজ্জ সমাজে নারী পীড়নের অন্যতম হাতিয়ার। নারীর এই অধিকার হরণের চিত্র সর্বযুগের নয়। এই ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় আছে ঋগ্বেদে কক্ষিবানের কন্যা সম্প্রদানের ঘটনায়, মহাভারতে সুভদ্র উপাক্ষানে। আমাদের বঙ্গভূমিতে রাজা বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলিন্য প্রথার ফলে কুলিন পাত্রের চাহিদা বিয়ের বাজারে বেড়েছিল অস্বাভাবিক রকমের। কন্যা রক্ষনীয়া হওয়ার আগেই পাত্রস্থ করে সামাজিক নিপীড়ন থেকে পরিত্রান পেতে চাইতেন কন্যার পিতামাতারা। মোটা অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছাতনা তলায় টোপর মাথায় দিয়ে দাঁড়াতেন কুলীন বংশের তনয়। এই হল আমাদের পন ও যৌতুক প্রথার ইতিহাস।

ঙ. পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য -

পনপ্রথা হল একটি দীর্ঘ দিনের কুপ্রথা। এই প্রথার জেরেই মহিলারা স্বামীর গৃহে নির্যাতীতা হন। পনপ্রথার পরিবর্তে যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে প্রবেশ করে সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সচেতন জনগনকে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

1. পরিবারের অর্থনীতির ওপর মনের প্রভাব জানা।
2. পনের পরিবর্তে রূপ সম্পর্কে জানা।
3. বিবাহের প্রকৃতি ও পনের প্রকৃতি জানা।
4. সামাজিক সমস্যা হিসাবে পন সম্পর্কে এর ধারনা জানা।
5. সমাজের বিবাহের পনের সম্পর্কে জানা।
6. মেয়েরা তাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং তার সাথে পনপ্রথার সম্পর্ক কি তা জানা।
7. অর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যা তার সম্পর্কে জানা।

১.১ বিষয় নির্বাচন –

ভারতে একাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এই পনপ্রথা ছিল না বললেই চলে। বিবিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে আমাদের সমাজে অনেক সামাজিক সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা হল পনপ্রথা। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার কয়েক বছর পর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে এসে ভারতের ভূমি-প্রথায় বিশেষ পরিবর্তন আনেন। তিনি প্রথম শুরু করেন জমিদার প্রথা ও বংশগত ভূমি ভাগের কথা। অর্থাৎ কোনো জমিদার মৃত্যু পরবর্তী উত্তরাধিকারি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পাবেন। কিন্তু পাবে না কন্যাসন্তানবর্গ। ফলে কন্যার বিবাহের পর তার স্বামী বা স্বামির পরিবার তার উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে পিতার সম্পত্তির অল্প-স্বল্প ভাগীদার হতে থাকে। এই লোভ আস্তে আস্তে একটা প্রথায় পরিনত হয়। এভাবেই পনপ্রথার উদ্ভব ঘটে। এই পনপ্রথা সম্পর্কে কোনো কথা শুনলে আমাদের মনে এখনও কিছু কথা ভেসে ওঠে। সেগুলি হল – এই পনপ্রথা এখনও কেন টিকে রয়েছে ? এর ফলাফল মানুষের সমাজে কিভাবে প্রভাব পড়ে ? ফলে আমাদের সম্পর্কগুলো কি ধরণের হয়েছে ? ইত্যাদি। এইগুলো জানার জন্য আমি এই বিষয়টিকে নির্বাচন করেছি। অর্থাৎ এই বিষয় নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য হল – এই প্রথা সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সেগুলি হল –

a. এই প্রথা থেকে বাঁচতে বা যাতে তাদের কন্যা সন্তানদের জমির অধিকার না দিতে হয় সেজন্য মহিলাদের উপর বিশেষ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়।
b. কন্যা সন্তান না নেওয়ার জন্য মহিলাদের উপর প্রচন্ড পরিমান চাপ সৃষ্টি করে এবং কোনো কোনো জায়গায় এও শোনা যায় কন্যা সন্তান হলে তাকে কোথাও ফেলে আসা।
c. ফলে লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। পুত্র-কন্যার অনুপাতে বিঘ্ন ঘটে। ভারতে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তান ৬০ মিলিয়ন অধিক, তার অন্যতম প্রধান কারণ এই পনপ্রথা।
d. এই পনপ্রথার জন্য বর্তমানে বিবাহ ব্যবস্থা অনেকটা ব্যবসায় পরিনত হয়েছে। অধিক সম্পত্তির মালিকানা কন্যা সন্তানের বিবাহ হতে সময় না লাগলেও গরিব কন্যা সন্তানের বিবাহ দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

১.২ পুস্তক পর্যালোচনা –

বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম পণপ্রথা'। এটি ওত-প্রত ভাবে জড়িয়ে আছে বিবাহ নামক সামাজিক প্রক্রিয়াটির সাথে। মনুষ্য সমাজে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষের যৌনজীবন নিয়ন্ত্রনের জন্য। এটি আবার পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এক কথায় বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। এই বিবাহ প্রক্রিয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উার দ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও গঠন সমাজভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু প্রক্রিয়া হিসাবে বিবাহের উপস্থিতি সর্বত্র। আর এই বিবাহ কথাটির

আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথা বা যৌতুক শব্দটির আগমন ঘটে। এই পণপ্রথা সাংবিধানিক স্বীকৃত নয় তবুও দেখা যায় কন্যার পিতা-মাতা প্রচুর পরিমান পণ দিন করে। এর কারণ হিসাবে সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, কন্যার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরণের সম্পত্তি দান করেন। উদাহরণ হিসাবে রাজপুত সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়। যারা বিবাহের পণস্বরূপ বহু পরিমান যৌতুক দান করে। দক্ষিন ভারতের বিভিন্ন অংশে এই ধরণের পণদান ও গ্রহন আইন স্বীকৃত না হলেও সমাজ স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত। শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরেই নয় ভারতের খ্রস্টান ধর্মের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিন ভারতে কেরালায় মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে খ্রস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে পণ দান করেন।

পণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি অন্ধকার দিককে চিহ্নিত করে। বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারেও এই প্রথার প্রচলন দেকতে পাওয়া যায়। নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এই পণপ্রথা । আমরা যদি আমাদের সমাজ থেকে কিছুটা বেরিয়ে বহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো সমাজে দেখতে পাব যে সেখানে পণপ্রথার অস্তিত্বই নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানের বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছেও আমরা অন্যান্য দেশ থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তথ্যপ্রযুক্তির দিক দিয়ে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমাদের চিন্তা-ভাবনার কোনো বিশেষ উন্নতি হয়নি। এইদিক থেকে একজন প্রাচীন মানবের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই।

FALSE CASE OF DOWRY AND SEXUAL HARASSMENT							
False dowry harassment cases				False sexual harassment cases			
State	2011	2012	2013	State	2011	2012	2013
Rajasthan	5,494	6,241	6,615	Andhra Pradesh	288	228	324
Andhra Pradesh	1,745	1,049	1,157	Haryana	17	16	31
Haryana	685	834	982	Kerala	18	16	11
Assam	655	376	83	Maharashtra	15	07	22
Bihar	141	570	695	Odisha	08	15	19
All India	10,193	10,253	10,864	All India	386	339	482
Total cases investigated	92,610	1,03,848	1,12,058	Total cases investigated	8,420	8,601	11,869

অর্থাৎ এই পণপ্রথা হল নারী হত্যার অন্যতম পথ স্বরূপ। এই পণপ্রথার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা এই প্রথা সংক্রান্ত যন্ত্রনায় বেশি ভুগছে, যাদের বয়স হয় ২১-২৬ । তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে সাবলম্বী নয়। এই মহিলারা যারা পণপ্রথায় বলি হয়ে থাকে তারা তাদের মৃত্যুর আগে অনেক অত্যাচারের শিকার হয়ে থাকে। পরিশেষে বলতে পারি এই পণপ্রথায় মহিলাদের পরিবার তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী (Ram Ahuja, 1997)।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য –

গবেষণার উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য প্রয়োগ করে কতগুলো প্রশ্নের আবিষ্কার করা। গবেষণার উদ্দেশ্য হল এমন সত্যকে উদঘাটন করা যে সত্য গুপ্ত ছিল এবং আবিষ্কৃত হয়নি। যদিও প্রতিটি গবেষণায় রয়েছে নিজস্ব বিশেষ উদ্দেশ্য, তবুও আমরা গবেষণায় কতগুলি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেক করতে পারি। গবেষণার এরূপ কিছু উদ্দেশ্য হল –

a. একটি প্রপঞ্চ বা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা। কিন্তু এই প্রপঞ্চ বা বিষয়ের মধ্যেকার নতুন দর্শন লাভ করা, যা অনুসন্ধানমূলক গবেষণা বা প্রনয়নমূলক গবেষণা সমীক্ষা হিসাবে পরিচিত।
b. একটি বিশেষ এককের অবস্থা অথবা একটি শাখার বৈশিষ্ট সঠিকভাবে বর্ণনা করা যা বর্ননামূলক গবেষণা নামে পরিচিত
c. কোনো কিছু বরাবর ঘটা নতুবা যা কোনোকিছুকে বারবার ঘটতে সহযোগীতা করেছে তা নিরূপণ করা যা নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণা হিসাবে পরিচিত।
d. কতগুলি চলকের মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক সম্পর্কের একটি অনুমান বা কল্পনা যাচাই করা। যা অনুমান বা কল্পনা যাচাই করণ গবেষণা নামে পরিচিত।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি –

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সামান্যিক সমাজতত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয় এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারনত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ করে থাকেন বিভিন্ন সমাজতাত্বিক বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে, এবছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। এক্ষেত্রে সমীক্ষার কাজটি শুরু করার পূর্বে আমাদের বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ সমস্ত বিধিসম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনের পূর্বে সংলগ্ন স্থানটিতে পরিদর্শন করে এখন সকল সমাজতত্ববিদও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলোকে মাথায় রেখে এবছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামটিতে সমাজতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সার্বিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এককথায় আমাদের বিভাগের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ উল্লিখিত অঞ্চলটিতে মোট অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে pilot survey করেছিলেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরণের পূর্ব পরিকল্পনা করা দরকার এবং যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় ও কোথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা দেব সে বিষয়া বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ একটি online meeting –এর আয়োজন করেছিলেন। সেই মিটিং-এ আমাদের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ক্ষেত্র-সমীক্ষার অঞ্চলটিকে কীভাবে এবং কী ধরণের আচরণ আমরা উত্তরদাতার সঙ্গে করব। শুধু তাই নয় গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য research mythology অর্থাৎ গবেষণা প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আমাদের বিষদে জানানো হয়েছে।

এরপর ২০২৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৯:৩০ নাগাদ আমরা সবাই বাসে করে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ করার জন্য মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অবশেষে আমরা দুপুর ১২টা নাগাদ সেখানে পৌঁছাই। মুরাদপুর গ্রামে এসে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করার পর যে যার নির্দিষ্ট কক্ষে চলে যাই।

এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটি মূলত দুই ধরণের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরণের তথ্য হল -

অ. primary data বা প্রাথমিক তথ্য

আ. secondary data বা গৌণ তথ্য

এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা মুরাদপুর গ্রামের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের আবাসিক কক্ষে ১১-১৪ তারিখ পর্যন্ত থেকে যবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পনপ্রথা' একটি সামাজিক ব্যাধিশীর্ষক বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা যে সকল সমাজতাত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেইগুলি হল – প্রশ্নমান(Questionnaire), তালিকা(Schedule), পর্যবেক্ষন(Observation), জীবনবৃত্তি(Case study), সাক্ষাৎকার পদ্ধতি(Interview), এছাড়াও আমরা case study সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নমুনাচয়ন(Sampling) নামক সমাজতাত্বিক পদ্ধতিটির সাহায্য নিয়েছি। সমাজতত্বের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে আমরা সবাই জানি নমুনাচয়নের অনেকগুলি ভাগ রয়েছে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য এক্ষেত্রে আমরা পারিপার্শ্বিক Sampling নামক পদ্ধতিটির ব্যবহার করেছি। আবার পক্ষান্তরে আমরা এটাও জানি যে পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়াটির অনেকগুলি ভাগ রয়েছে কিন্তু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা Participant Observation নামক পদ্ধতির ব্যবহার করেছি। এছাড়াও এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা গৌণ তথ্য বা Secondary Data –এর সাহায্য নিয়েছি। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার উৎসগুলি হল – বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, জার্নাল পেপার, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন বক্তৃতা, Library, Internet Website, You-tube Lecture এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ।

সুতরাং, এক কথায় এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির সম্পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

১.৫ অসুবিধা –

পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে অবস্থিত হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা DSE -4 Paper –এ "Data Collection" অধ্যায়টি আছে। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে এই শ্রেণীতে থাকা সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমি একটি গবেষণামূলক কার্য সম্পাদন করতে গিয়েছিলাম। এটির সময়সীমা ছিল ১১-১৪ ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সেটি ছিল একটি ছোটো গ্রাম যার নাম মুরাদপুর। এই গ্রামটি ভারতবর্ষের পূর্বের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর থানার অবস্থিত। এই গ্রামে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল আমি যে প্রশ্নমালাটি তৈরি করেছিলাম (পণপ্রথা সংক্রান্ত), তার উত্তর সংগ্রহ করতে। কিছু কিছু বাড়ি থেকে সেই প্রশ্নমালাটির উত্তর সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হই তা নিম্নে আলোচনা করা হল –

i. একটি বাড়িতে মানুষজন থাকা সত্ত্বেও সেই বাড়ির কেউই রাজি হননি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে.

ii. আবার একটি বাড়িতে আমাদের দেখেই বাড়ির ভেতর চলে যান এবং বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন ডাকাডাকির পরও কেউই আমাদের ডাকে সাড়া দেয়নি।

iii. অপর এক বাড়িতে গিয়ে প্রশ্ন করলে তারা কেউই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

iv. কিছু বাড়ি গিয়ে প্রশ্ন করি। প্রথমে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত ? কেউ বললেন জানেন আবার কেউ কেউ জানেন না। যারা জানেন না তাদের প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করতে বুঝলাম তারা এসম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

♦ **প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ -**

- ভূমিকা :~

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে '' *পণপ্রথা* '' সংক্রান্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম এবং এই সমীক্ষা করতে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, জনসংখ্যা, বেকারত্ব, ঘর-বাড়ি, মানুষদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে অনুগত হয়েছি। এই সকল বিষয়গুলি নিয়ে আমরা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছি নিম্নে তা আলোচনা করা হয়েছে –

সারণী-১

উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা

উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	%
১১০	৫৫৭	১৯.৭৫

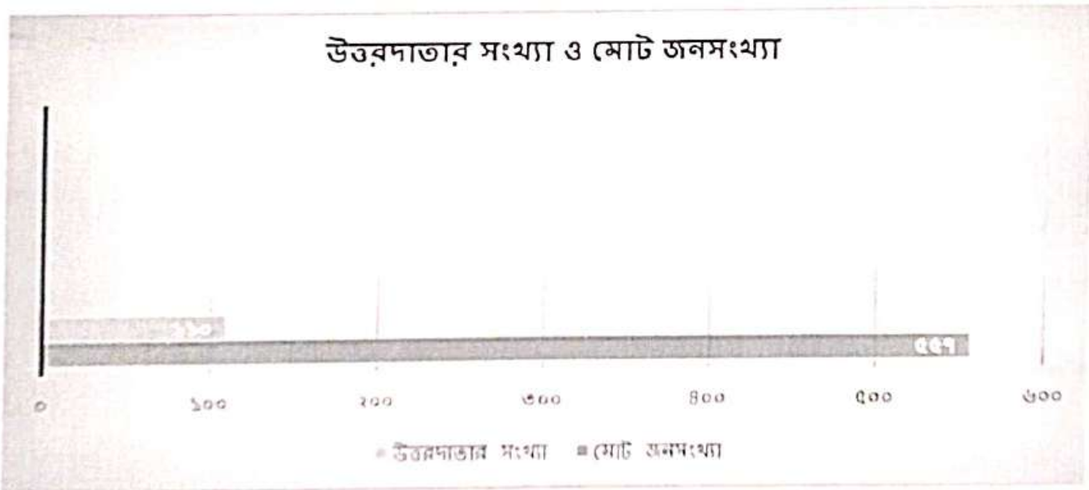

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে একটি সমীক্ষা অর্থাৎ পণপ্রথা সংক্রান্ত সমীক্ষা করতে গিয়ে চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ১১০ জন এবং মোট জনসংখ্যা ৫৫৭ জন পেয়েছি।

সারণী-২

উত্তরদাতার বয়স

উত্তরদাতার বয়স	১৫-২৫	২৬-৩৬	৩৭-৪৭	৪৮-৫৮	৫৯+	মোট জনসংখ্যা
জনসংখ্যা	১৫	২১	৩৪	২৫	১৫	১১০

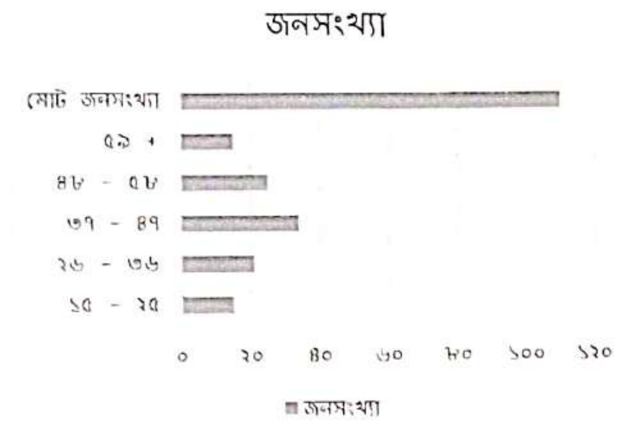

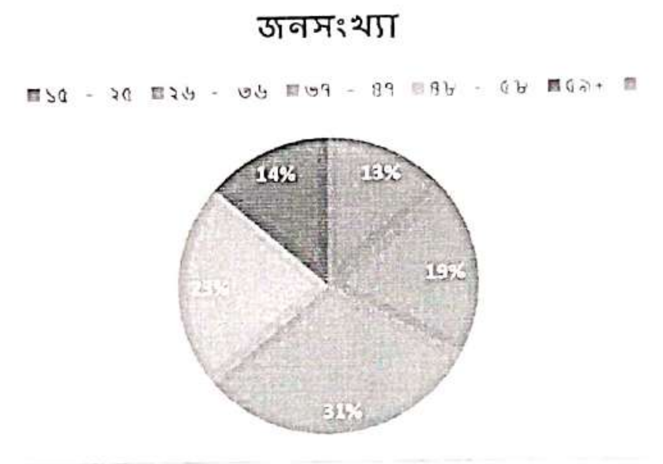

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখানকার উত্তরদাতার বয়সের সংখ্যা ১৫-২৫ বছর বয়সের উত্তরদাতার সংখ্যা ১৫ জন, ২৬-৩৬ বছর বয়সের উত্তরদাতার সংখ্যা ২১ জন, ৩৭-৪৭ বছর বয়সের উত্তরদাতার সংখ্যা ৩৪ জন, ৪৮-৫৮ বছর বয়সের উত্তরদাতার সংখ্যা ২৫ জন এবং ৫৯+ বয়সের উত্তরদাতার সংখ্যা ১৫ জন। মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ১১০ জন।

সারণী-৩

উত্তরদাতার জাতি

জাতি	জনসংখ্যা	%
SC	৫	৪
ST	৪	৩
OBC	২	১
GEN	৯৯	৯০

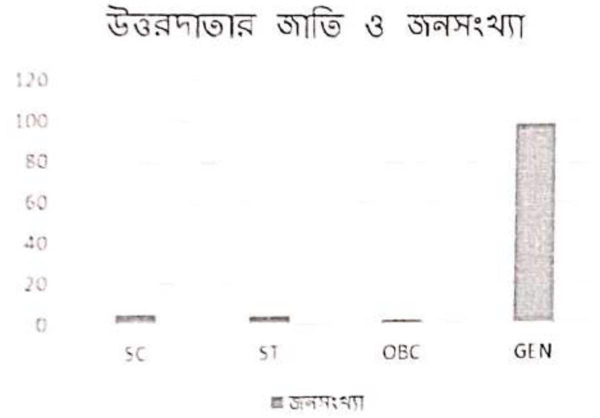

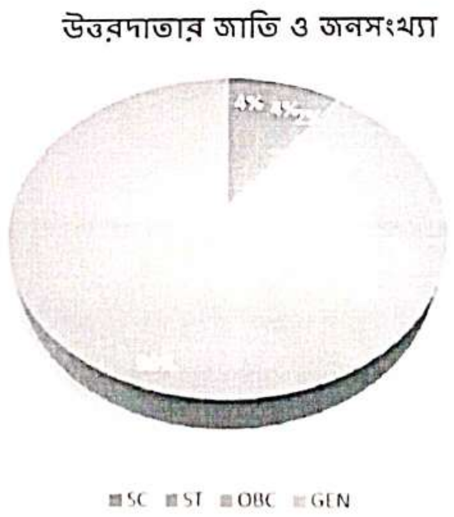

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখানে উত্তরদাতার জাতি SC, ST, OBC, GEN প্রভৃতি জাতি পেয়েছি তবে তার মধ্যে রয়েছে SC-৫ জন, ST-৪ জন, OBC-২ জন, GEN- ৯৯ জন।

সারণী-৪

উত্তরদাতার ধর্ম

ধর্ম	পরিবার সংখ্যা	%
হিন্দু	১০০	৯০
মুসলিম	১০	১০
মোট	১১০	১০০

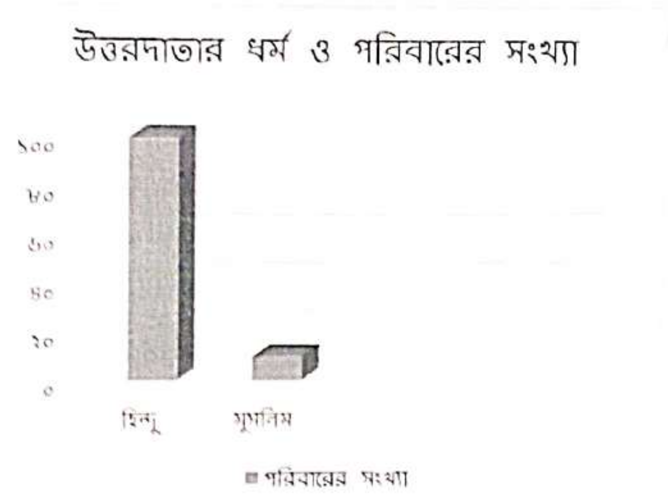

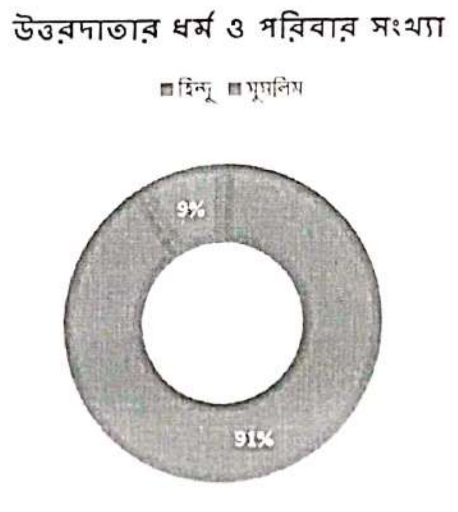

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখান আমরা দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের পাই – হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দু ধর্মের পরিবার ছিল ১১০ এবং মুসলিম ধর্মের পরিবার ছিল ১০। মোট পরিবার ১১০।

সারণী-৫

উত্তরদাতার পেশা

পেশা	সংখ্যা	%
চাকুরি	১৫	১৩
কৃষিকাজ	৪২	৩৮
দিনমজুর	২০	১৮
ব্যবসা	১৬	১৪
অন্যান্য	১৭	১৫
মোট	১১০	১০০

উত্তরদাতার পেশা ও জনসংখ্যা

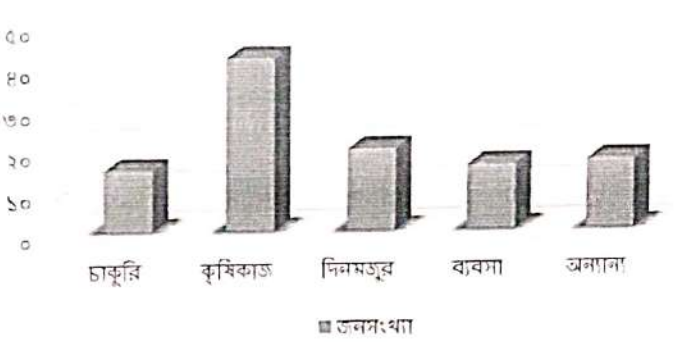

উত্তরদাতার পেশা ও জনসংখ্যা

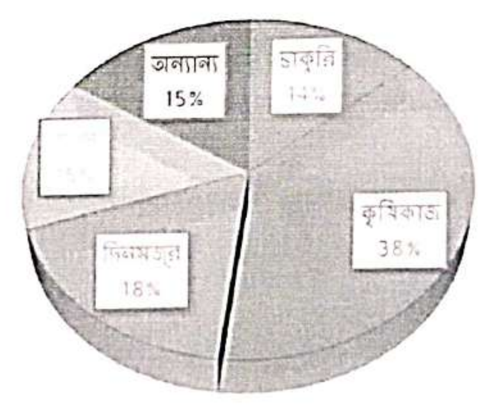

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম। সেখানকার মানুষজন বিভিন্ন ধরণের পেশার সাথে যুক্ত। কেউ কৃষিকাজ, কেউ চাকুরি ইত্যাদি পেশার সঙ্গে যুক্ত। চাকুরির সংখ্যা ১৫ জন, কৃষিকাজের সংখ্যা ৪২ জন, দিনমজুরের সংখ্যা ২০ জন, ব্যবসায়ীর সংখ্যা ১৬ জন এবং অন্যান্য ১৭ জন। মোট পেশাভিত্তিক মানুষের সংখ্যা ১১০ জন।

সারণী-৬

উত্তরদাতার উপার্জন

আয়	৪০,০০০-এর নীচে	৪০,০০০-৬০,০০০	৬১,০০০-৮১,০০০	৮২,০০০-১,০০,০০০	১,০০,০০০-এর উপরে
জনসংখ্যা	২৩	২৮	৭	২৭	২৫

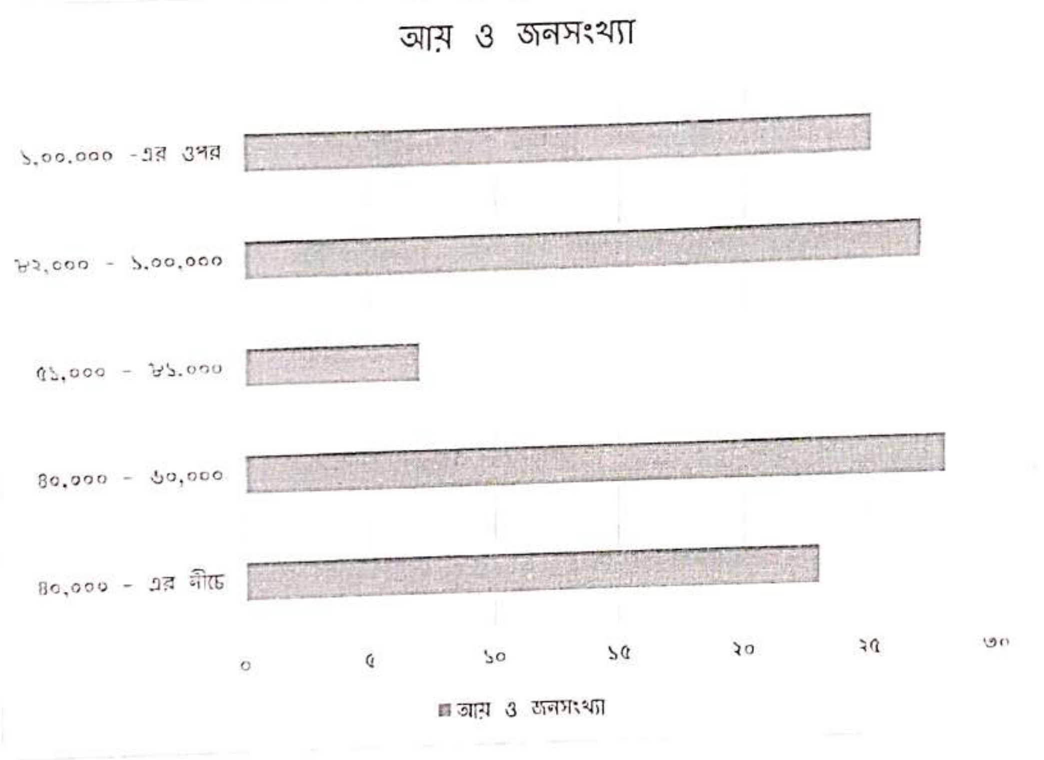

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখানকার উত্তরদাতাদের উপার্জন বিষয়ে বলতে গেলে ৪০,০০০-এর নীচে ২৩জন, ৪০,০০০-৬০,০০০-এর মধ্যে রয়েছেন ২৮জন, ৬১,০০০-৮১,০০০-এর মধ্যে রয়েছে ৭জন, ৮২,০০০-১,০০,০০০-এর মধ্যে রয়েছে ২৭জন ও ১,০০,০০০-এর উপরে রয়েছে ২৫জন।

সারণী-৭
উত্তরদাতার বাড়ির ধরণ

বাড়ির ধরণ	বাড়ির সংখ্যা	%
কাঁচা	৩৬	৩২
পাকা	৭০	৬৩
অর্ধপাকা	৪	৩

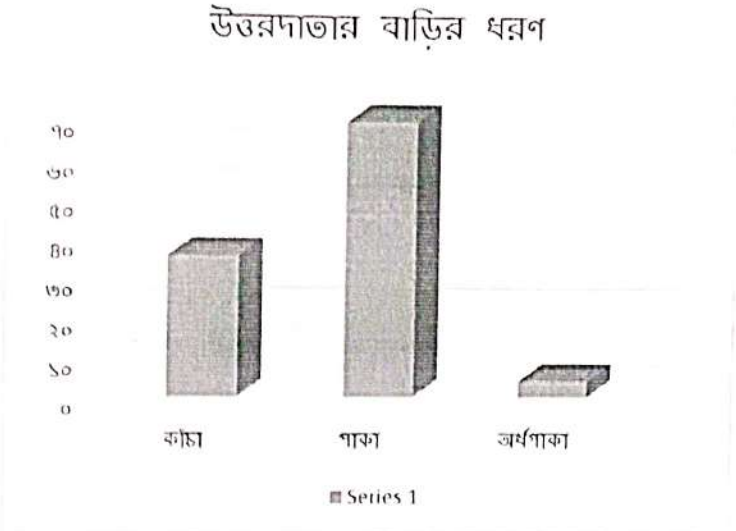

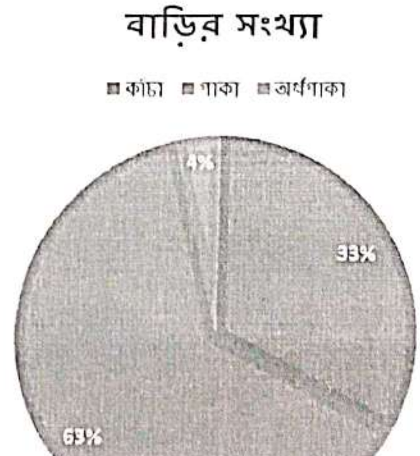

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখানকার উত্তরদাতাদের বাড়ি ছিল বিভিন্ন ধরণের। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ৩৬টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৭০টি এবং অর্ধপাকা বাড়ির সংখ্যা ৪টি।

সারণী-৮

উত্তরদাতার পরিবারের ধরণ

পরিবারের ধরণ	সংখ্যা	%
একক	৬৫	৬০
যৌথ	৪৫	৪০

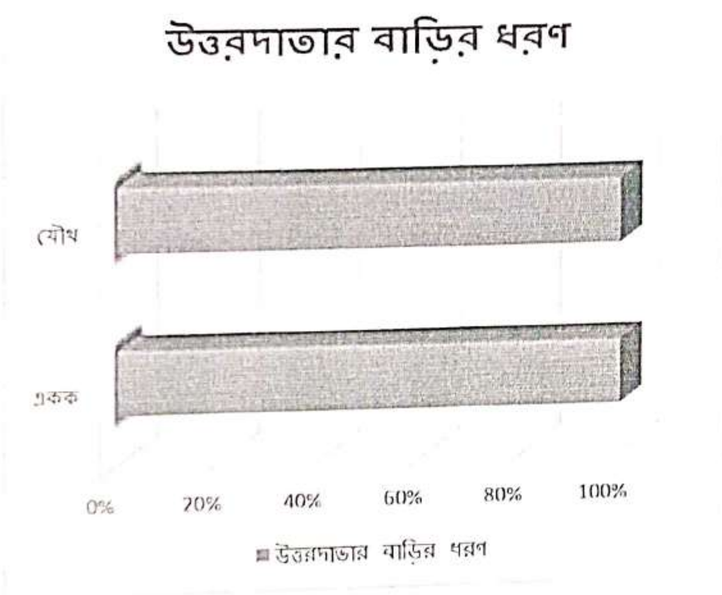

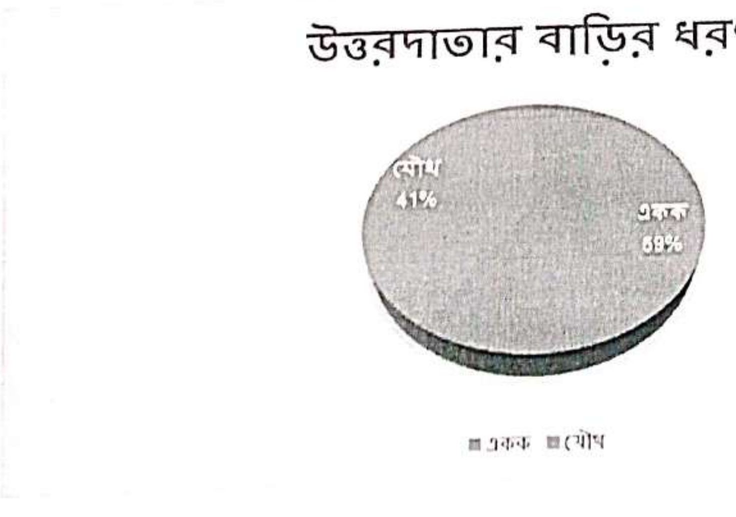

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চণ্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখানকার উত্তরদাতাদের পরিবার দুই ধরণের পেয়েছিলাম। যৌথ পরিবারের সংখ্যা ৪৫টি এবং একক পরিবারের সংখ্যা ৬৫টি পেয়েছিলাম।

সারণী-৯

উত্তরদাতার শিক্ষা

Illiterate	I – V	V – X	XI - XII	Graduate+
১১	৩০	৪৫	১৫	৯

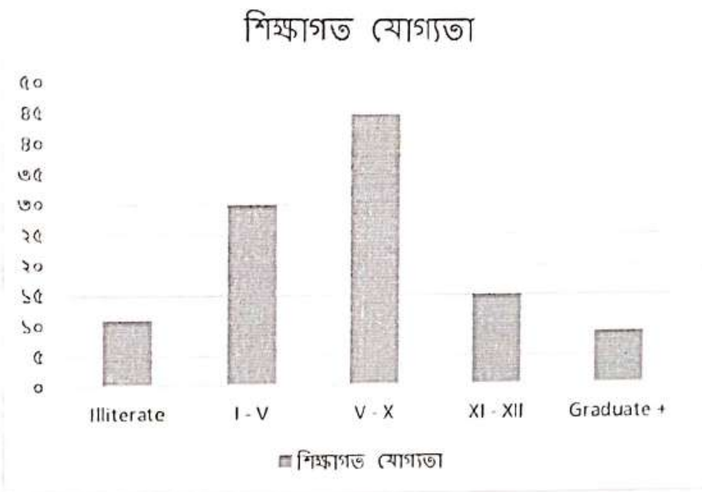

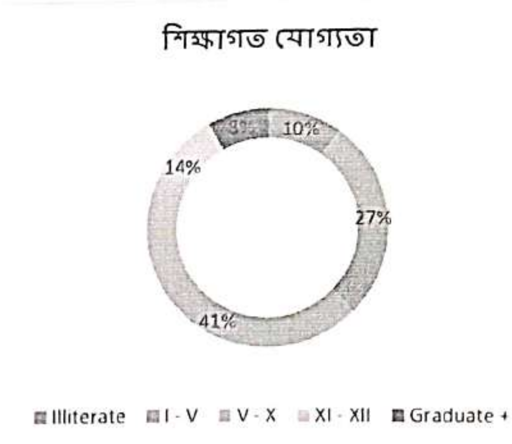

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখানকার উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বোর্ড অশিক্ষিত, কেউ ৫ম শ্রেণী, কেউ ৮ম শ্রেণী, কেউ ১০ম শ্রেণী, ১২শ শ্রেণী আবার কেউবা স্নাতক পাস করেছেন। অশিক্ষিতের সংখ্যা ১১জন, ৫ম শ্রেণী পাস ৩০জন, মাধ্যমিক পাস ৪৫জন, উচ্চ মাধ্যমিক পাস ১৫জন এবং স্নাতক হয়েছেন ৯জন।

সারণী-১০

উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	জনসংখ্যা
১১-১৫	১৪
১৬-২০	৬১
২১-২৫	১৬
২৫+	১৬
অবিবাহিত	৩

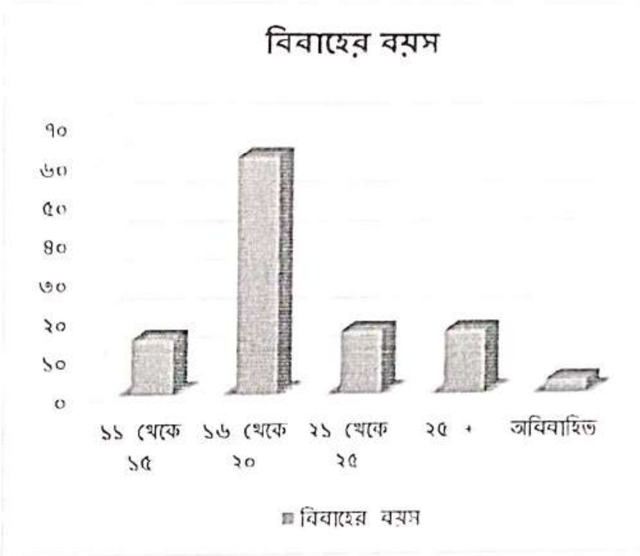

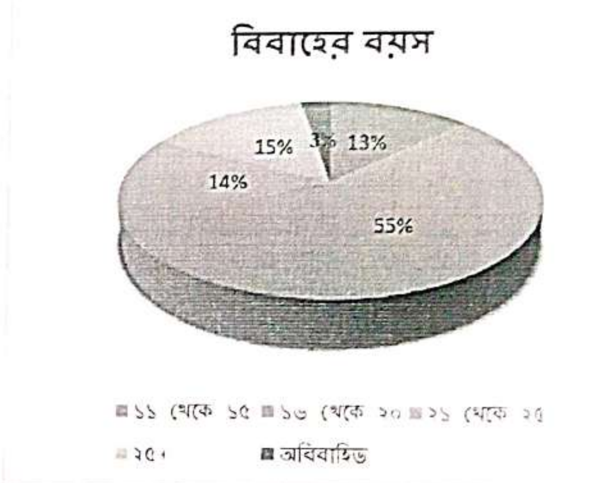

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখানে উত্তরদাতাদের বিবাহের বয়স দেখলাম ১১ – ১৫ বছর বয়সের সংখ্যা রয়েছে ১৪জনের। ১৬ – ২০ বছর বয়সের সংখ্যা রয়েছে ৬১জনের। ২১ – ২৫ বছর বয়সের সংখ্যা রয়েছে ১৬জনের। ২৫ + বছর বয়সের সংখ্যা রয়েছে ১৬জনের ও অবিবাহিতদের সংখ্যা রয়েছে ৩।

সারণী-১১

যৌতুকের উপকৌশল

গহনা	১৩
আসবাবপত্র	১৯
যানবাহন	০
নগদ টাকা	৩২
গৃহপালিত পশু	০
কিছু না নেওয়া	৪৬
মোট	১১০

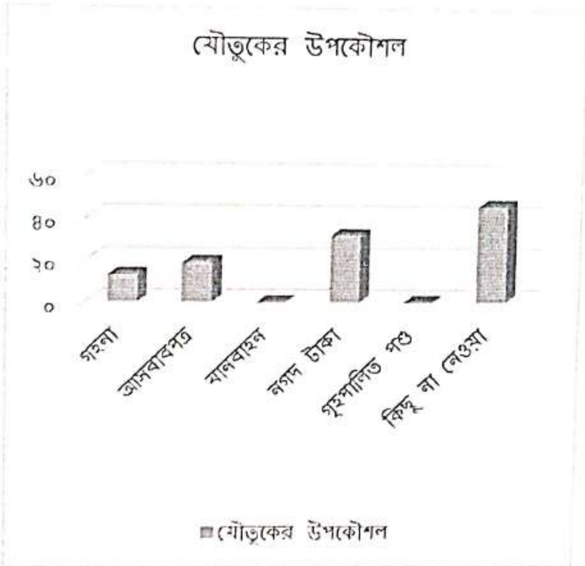

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পনপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি চন্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে করেছিলাম সেখানকার উত্তরদাতাদের কিছু পরিবার রয়েছে যারা পন নিয়ে আর পন দিয়ে বিয়ে করেছে। এদের মধ্যে ১৩টি পরিবার রয়েছে যারা গহনা যৌতুক হিসাবে নিয়েছে। আসবাবপত্র ১৯টি পরিবার নিয়েছে, নগদ টাকা নিয়েছে ৩২টি পরিবার আবার ৪৬টি পরিবার পণ দেওয়া-নেওয়া থেকে বিরত থেকেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

- জীবন বৃত্তি -

নাম - -সখ আব্দুল জব্বর
বয়স - ৬৬
ধর্ম - মুসলিম
শিক্ষাগত -যাগ্যতা - ষষ্ঠ -শ্রণী
বিবা-হর বয়স - ২৬

চণ্ডীপুর থানার আন্তর্গত মুরাদপুর গ্রা-ম হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যাল-য়র পক্ষ -থ-ক সমাজতত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে 'পণপ্রথা' সংক্রান্ত বিষয়ে সমীক্ষা কর-ত গি-য় আমি -সক আব্দুল জব্বর মহাশ-য়র বাড়ি-ত উপস্থিত হলাম। প্রথ-মই আমি নি-জর পরিচয় দি-য় আমার সমীক্ষার বিষয়টি ওনার সাম-ন উপস্থাপন করলাম। উনি আগ্রহী হ-য় আমা-ক বস-ত বল-লন এবং কিছুক্ষ-নর ম-ধ্যই আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে আমাদের কথোপকথন শুরু করলাম। আমাদের কতোপকথন নিম্নে বর্ননা করলাম -

আমি :- ''আপনার বাড়ির ধরণ, কাঁচা বাড়ি না পাকা বাড়ি?''
জব্বর বাবু :- ''আমা-দর বাড়িটি পাকাবাড়ি।''
আমি :- ''আপনার -পশা কি?''
জব্বর বাবু :- ''আমি একজন দিনমজুর, দিন আনি - দিন খাই!''
আমি :- ''আপনির পরিবার কীরূপ?''
জব্বর বাবু :- ''আম-দর পরিবার -যৌথ পরিবার। আমার বাড়ির সদস্য সংখ্যা ১৪।''
আমি :- ''আপনার বিবাহ কত বছর বয়-স হ-য়-ছ?''
জব্বর বাবু :- ''২৬ বছর বয়-স আমার বিবাহ হয়।''
আমি :- ''আপনার বিবা-হর সময় আপনি কি আপনার শশুর বাড়ি -থ-ক -কা-না পন নি-য়ছি-লন?''
জব্বর বাবু :- ''না, পনপ্রথা আমার কা-ছ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আমি পন -দওয়া--নওয়া পছন্দ করি না।''
আমি :- ''আপনি আপনার -ম-য়র বিবাহ দি-য়-ছন?''
জব্বর বাবু :- ''না। আমার -ম-য়র বয়স এখ-না ১৮ বছর হয়নি। ১৮ বছর বয়-সর পর ওর বি-য়র কথা ভাবব।''
আমি :- ''পনপ্রথা বন্ধ করার বিষ-য় আমি আপনার মতামত জান-ত ইচ্ছুক। আপনি এই বিষ-য় কিছু বল-ত চাই-বন?''
জব্বর বাবু :- ''হ্যাঁ, অবশ্যই আমি প্রথ-মই বলব পনপ্রথা বিষ-য় জনস-চতনতা বৃদ্ধি কর-ত হ-ব। পনপ্রথার বিরু-দ্ধ সরকারি দিক -থ-ক কড়া আইন প্রণয়ন কর-ত হ-ব এবং -ম-য়-দর শিক্ষিত ক-র তুল-ত হ-ব।''

জব্বর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কথোপকথনের পর আমি বুঝলাম যে তিনি পনপ্রথার -ঘার বি-রাধী।

নাম - কৃষ্ণা রানা
বয়স - ২৪
ধর্ম - হিন্দু
শিক্ষাগত -যাগ্যতা - মাধ্যমিক
বিবা-হর বয়স - ১৮

আমি কৃষ্ণা রানা মহাশয়ার বাড়ি-ত সমীক্ষার বিষয় নি-য় উপস্থিত হলাম। -সখা-ন -পৌ-ছ নি-জর পরিচয় ব্যক্ত করে সমীক্ষার বিষয় পনপ্রথা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করলাম এবং তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু কর-লন। আমা-দর ক-থাপকথন নি-ম্ন -দওয়া হল -

আমি :- " আপনার পরিবারের ধরণ ? "
কৃষ্ণাদেবী – " আমরা যৌথ পরিবারের বাসিন্দা। "
আমি – " আপনার কত বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল? "
কৃষ্ণাদেবী – " আমার ১৮ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। উনি আরও বললেন ওনার বাবার বাড়ির লোকেরা বড়ই গরিব, তাই পড়াশুনো বেশিদুর না করিয়েই অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়েছেন। "
আমি – " আপনার বাবার বাড়ি থেকে কোনো পণ দেওয়া হয়েছিল ? "
কৃষ্ণাদেবী – " হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছিল নগদ টাকা। "
আমি – " আপনার শ্বশুর বাড়িতে পণ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার ওপর কোনো আত্যাচার হয়েছে ? "
কৃষ্ণাদেবী – " না, এরকম কোনোকিছুই আমার সঙ্গে ঘটেনি। "
আমি – " আপনি কি পণ দেওয়া-নেওয়াকে সমর্থন করেন ? "
কৃষ্ণাদেবী – " একেবারেই করিনা। "
আমি – " এই পণপ্রথার জন্য আপনি কাদের দায়ী বলে মনে করেন ? "
কৃষ্ণাদেবী – " উনি বললেন সাধারণ মানুষই এর জন্য দায়ী। "
আমি – " এই পণপ্রথা কীভাবে রোধ করা যাবে বলে আপনি মনে করেন ? "
কৃষ্ণাদেবী – " উনি বললেন যদি সাধারণ মানুষ সচেতন হয় এবং যদি সরকার কঠোরভাবে আইন প্রনয়ন করে তাহলেই একমাত্র এই পণপ্রথা রোধ করা যাবে। "

কৃষ্ণাদেবীর কথাবার্তা শুনে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে তিনি পণপ্রথার ঘোর বিরোধী।

নামঃ রেনুকা রানা

বয়সঃ ৫০

জাতিঃ জেনারেল

ধর্মঃ হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যামিক

বিবাহের বয়সঃ ১৫

আমি সমীক্ষা করতে রেনুকা রানার বাড়িতে গেলাম। গিয়ে যখন উনাকে প্রশ্ন করি আপনার বাড়ি কাঁচা না পাকা, উনি বললেন পাকা। তারপর বললাম কত দূর পড়াশোনা করেছেন উনি বললেন মাধ্যমিক তারপর বললাম পরিবারের ধরনের উনি বললেন যৌথ। বাড়িতে পাঁচজন থাকেন।

তারপর বললাম কত বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে? উনি বললেন ১৫ তাছাড়াও বললেন তখনকার দিনে অল্প বয়সেই সকলকে বিয়ে দিয়ে দিতেন। তারপর আমি বললাম আপনার বিয়েতে কী পন দেওয়া হয়েছিল উনি বললেন না। আমি বললাম পন না দেওয়ার কারনে কী আপনার বাড়িতে আপনার ওপরে কোন রকমের অত্যাচার হয়েছে? উনি বললেন না আমি বললাম আপনার স্বামী কি করেন? উনি বললেন ব্যবসা।

আমি বললাম পণপ্রথা ব্যবস্থাকে কি আপনি সমর্থন করেন উনি বললেন না। এবং বললেন পণপ্রথা একটি কু-প্রথা। আমি বললাম আপনি কি পণপ্রথা বন্ধ করতে সামর্থন করেন উনি বললেন হ্যাঁ আমি বললাম কিভাবে বন্ধ করতে চান উনি এক কথায় বললেন মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে, সম্মান দিতে হবে, আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে, আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, উনার কথা শুনে বুঝলাম উনিও পণপ্রথার বিরোধী।

নামঃ অনিন্দিতা ধাউড়িয়ার

বয়সঃ ৪৯

জাতিঃ জেনারেল

ধর্মঃ হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ গ্রেজুয়েট

বিবাহের বয়সঃ ২৩

আমি সমীক্ষা করতে অনিন্দিতা ধাউড়িয়ার বাড়িতে গেলাম। আমি ওনাকে বললাম আপনার বয়স কত? উনি বললেন ৪৯ বছর। আমি বললাম পেশা কি? উনি বললেন শিক্ষক। আমি বললাম আপনার কত বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল? উনি বললেন ২৩। আমি বললাম আপনার পরিবারের ধরন উনি বললেন যৌথ উনি বললেন উনাদের বাড়িতে মোট ১১ জন থাকেন।

আমি বললাম আপনার বিবাহের সময় কি আপনার বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক বা পন দিয়েছিলেন। উনি বললেন হ্যাঁ, গয়না ও নগদ টাকা। আমি বললাম পনের জন্য কি আপনি কখনো অত্যাচারিত হয়েছেন? উনি বললেন না। আমি বললাম আপনি কি পণপ্রথা কে সমর্থন করেন উনি বললেন না।

আমি বললাম আপনি কি পণপ্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান, উনি বললেন হ্যাঁ। উনি বললেন পণপ্রথার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, উনি বললেন পণপ্রথা বন্ধ করতে গেলে আমাদের সচেতন হতে হবে, নারীদের শিক্ষিত করতে হবে সরকারি পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি বললাম আপনার মেয়েকে আপনি গত বছর বয়সে বিয়ে দিতে চান? উনি বললেন ২৫ বছর বয়সে। এবং উনি বললেন উনি উনার মেয়ের বিয়েতে পন দিতে চান না।

নামঃ খুকুমনি ধাউড়িয়ার

বয়সঃ ৪০

জাতিঃ জেনারেল

ধর্মঃ হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ সপ্তম

বিবাহের বয়সঃ ৪০

আমি খুকুমনি ধাউড়িয়ার বাড়িতে সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। আমি বললাম আপনার বয়স উনি বললেন ৪০ বছর। আমি বললাম শিক্ষাগত যোগ্যতা? উনি বললেন সপ্তম শ্রেণী। আমি বললাম পরিবারের ধরন? উনি বললেন যৌথ। আমি বললাম কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল? উনি বললেন ১৮ বছর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার বিয়েতে কি যৌতুক বা পন দেওয়া হয়েছিল? উনি বললেন হ্যাঁ উনি বললেন গয়না, টাক, আসবাবপত্র, যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। আমি জানতে চাইলাম আপনার সাথে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কেমন? উনি বললেন ভালো। আমি বললাম বিয়ের পর পনের কারণে আপনার উপর কোন মানসিক বা শারীরিক কোন অত্যাচার হয়েছিল? উনি বললেন না।

আমি জানতে চাইলাম আপনি কি পণপ্রথা সমর্থন করেন উনি বললেন না। উনি বললেন পনপ্রথার কারণে বাড়িতে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। আমি জানতে চাইলাম পণপ্রথার জন্য কারা দায়ী বলে আপনার মনে হয়? উনি বললেন পুরুষরা। আমি বললাম আপনি আপনার মেয়েকে কত বছর বয়সে বিয়ে দিতে চান? উনি বললেন ১৮। এবং উনি বললেন উনি মেয়ের বিয়েতে পন দিতে চান। উনার কথাতে বুঝলাম উনি এখনো পণপ্রথাকে সমর্থন করেন।

নামঃ তহমিনা খাতুন বিবি

বয়সঃ ২৫

জাতিঃ ইসলাম

ধর্মঃ মুসলিম

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ গ্রেজুয়েট

বিবাহের বয়সঃ ২৩

আমি তহমিনা খাতুনের বাড়িতে গিয়েছিলাম সমীক্ষা করবার জন্য আমি বললাম আপনার বয়স কত? উনি বললেন ২৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে উনি বললেন গ্যাজুয়েশন। আমি বললাম পরিবারের ধরন? উনি বললেন যৌথ পরিবার। ওনাদের বাড়িটা পাকা বাড়ি ছিল।

আমি বললাম আপনার কত বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে উনি বললেন ২৩ বছর বয়সে। আমি বললাম পেশা কি? উনি বললেন কৃষিকাজ আমি বললাম আপনি কি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত? উনি বললেন হ্যাঁ আমি বললাম আপনার বিয়েতে কি পন দেওয়া হয়েছিল? উনি বললেন না। আরো বললেন ওনার শ্বশুরবাড়ির সবাই খুব ভালো মানুষ সবাই ওনাকে মেয়ের মতো ভালোবাসেন।

আমি উনাকে বললাম আপনি কি পণপ্রথা সমর্থন করেন? উনি বললেন না। আমি বললাম আপনার মতে পণপ্রথার জন্য কারা দায়ী? উনি বললেন আমাদের মতো সাধারণ মানুষ। উনি বললেন উনার মেয়েকে উনি যখন বিয়ে দেবেন উনি পন দেবেন না। পণ চাইলে উনি আইনি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আমি বললাম আপনি কত বছর বয়সে আপনার মেয়েকে বিবাহ দিতে চান? উনি বললেন ১৯ বছর বয়সে। আমি বললাম আপনি কি পণপ্রথা এই বিষয়টি বন্ধ করতে চান? উনি বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম কিভাবে? উনি বললেন সামাজিক সচলতার মাধ্যমে, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে, আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে, উনার কথাতে বোঝা যায় উনি পণপ্রথা বন্ধ করতে চান।

নামঃ ভোলানাথ পট্টিদার

বয়সঃ ৩৩

জাতিঃ OBC

ধর্মঃ মুসলিম

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যামিক

বিবাহের বয়সঃ ২২

আমি ভোলানাথ পট্টিদার এর বাড়িতে সমীক্ষার জন্য গিয়েছিলাম। উনাকে আমি বললাম আপনার বয়স কত? উনি বললেন ৩৩ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা জিজ্ঞাসা করতে উনি বললেন মাধ্যমিক পাস। উনি পেশায় ছিলেন একজন শিল্পী ও উনাদের বাড়িটি ছিল কাচা বাড়ি। আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি পাকার বাড়ি বানাবেন না। উনি বললেন আমি খুব গরিব আমার বাড়িতে পাঁচজন বাস করি আমার একার উপার্জনে পুরো পরিবার চলে। কি করে আর পাকা বাড়ি বানাবো।

তারপর আমি উনার স্ত্রীর সাথে কথা বলবার জন্য উনার স্ত্রীকে ডাকলাম। উনাকে বললাম আপনি কি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত? উনি বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে? উনি বললেন ১৫ বছর বয়সে। আমি জানতে চাইলাম আপনার বিয়েতে আপনার বাড়ি থেকে পন দিয়েছিল উনি বললেন হ্যাঁ। নগদ টাকা আমি জিজ্ঞাসা করলাম পনের কারণে এখন কি আপনার উপর কোন শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার হয়? উনি বললেন না উনি বললেন আমার সাথে আমার স্বামীর ও পরিবারের খুব ভালো সম্পর্ক।

আমি বললাম আপনার মতে পণপ্রথার জন্য কারা দায়ী, উনি বললেন সমাজ তাইআমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কন্যা সন্তান আছে উনি বললেন হ্যাঁআমি বললাম কত বছর বয়সে আপনার মেয়েকে আপনি দিয়ে দিতে চান উনি বললেন ২০ বছর বয়সে। আমি বললাম পণপ্রথা এই বিষয়টিকে আপনি কি বন্ধ করতে চান? উনি

বললেন হ্যাঁ আমি বললাম কিভাবে তা বলুন। উনি বললেন মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষের সচেতনতার ক্ষেত্র, সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই, এটি আমরা রোধ করতে পারব উনার সাথে কথা বলে আমি বুঝলাম উনিও পণপ্রথা এই বিষয়টিকে রোধ করতে চান।

পণপ্রথা কে রোধ করার জন্য যা যা পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার:

পণপ্রথা রোধ করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তার মধ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখিত করা হলো-

(১) প্রথমেই মানুষকে সচেতন হতে হবে তবে এই সমাজ সচেতন হবে।

(২) পণ প্রথা রোধ করার জন্য সরকারকে গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) পন প্রথা নিষিদ্ধ করতে হলে সেই সঙ্গে দরকার বাল্যবিবাহ বন্ধ করা।

(৪) পণপ্রথা রোধ করার জন্য প্রত্যেকটি মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে এবং স্বনির্ভর করতে হবে।

(৫) প্রত্যেকটা মেয়ে যখন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে আসবে তখন তার সাথে বাড়ির মেয়ের মত আচরণ করা প্রয়োজন।

(৬) এছাড়াও যুব সমাজকে সচেতন করতে হবে ইত্যাদি।

অর্থাৎ আমাদের সমাজের মানুষ যদি সচেতন হয় মেয়েদের যদি সম্মানের চোখে দেখে তাহলে সমাজ সচেতন হবে ও পণপ্রথা রোধ করা যাবে।

সারাংশ ও উপসংহার

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সারাংশ / সারমর্মঃ

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমাজতত্ত্ব বিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে পণপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষা টি করেছিলাম চণ্ডীপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে যেখান থেকে আমরা যে সকল তথ্য গুলো পেয়েছিলাম সেই তথ্য গুলো আমরা চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তা বিশ্লেষণ করেছি। এই অধ্যায় গুলি তে আমি পুরো গবেষনা ভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রবন্ধটির সারাংশ ও উপসংহার নিম্নে তুলে ধরেছি।

এই অধ্যায় গুলি হল- (১) প্রথম অধ্যায়

- ভুমিকা (Introduction)

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়

- প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

(৩) তৃতীয় অধ্যায়

- জীবন বৃত্তি (Case-Study) এবং উপসংহার

নিম্নে প্রতিটি অধ্যায়ের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল –

আমি একজন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথম অধ্যায়টিতে যে বিষয় গুলির ওপর আলোচনা করেছিল সেগুলি হল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ের মূল আলোচনা।

অর্থাৎ, প্রথম অধ্যায়টি পন প্রথা সংক্রান্ত আলোচনা করেছি। পণপ্রথা একটি সামাজিক সমস্যা। পণপ্রথা আমাদের কাছে কেন সামাজিক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে সেই বিষয়টির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি কে তুলে ধরেছি। পনপ্রথার প্রকারভেদ, পনপ্রথার ইতিহাস, পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য এবং বয়সভিত্তিক- এর মধ্যদিয়ে আলোচনা করেছি। এছাড়াও এই অধ্যায়টিতে পুস্তক পর্যালোচনা, বিষয় নির্বাচন, গবাসনার উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, এবং বয়সের গবেষণা করতে গিয়ে যে সকল অসুবিধা গুলির মধ্যে পড়েছি সেই বিষয় গুলি প্রথম অধ্যায় পুংখানু পুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেছি।

APPENDIX

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আমি আলোচনা করেছি যে চন্দিপুর থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা সংক্রান্ত যে সমীক্ষাটি করে তথ্য পেয়েছিলাম সেই সকল তথ্য গুলিকে আমি সারনির আকারে তুলে ধরেছি ও সেটির শতকরা বা % বের করেছি। যে সকল বিষয় গুলির ওপর % বা শতকরা বের করেছি সেগুলি হল- উত্তরদাতার সংখ্যা, জনসংখ্যা, উত্তরদাতার বয়স, উত্তরদাতার জাতি, উত্তরদাতার ধর্ম, উত্তরদাতার পেষা, উত্তরদাতার উপার্জন, উত্তরদাতার বাড়ির ধরণ, উত্তরদাতার পরিবারের ধরণ, উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, উত্তরদাতার বিবাহের বয়স, যৌতুকের উপকৌশল।

এবং তৃতীয় অধ্যায়টিতে আমরা মুরাদপুর গ্রামে সমীক্ষা করে যে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে যে সকল তথ্য গুলি পেয়েছি তাদের পুরো এতিহাস আমি তুলে ধরেছি। পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি এই আলোচনাটির মধ্য দিয়ে পনপ্রথার চরিত্র, পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য এবং পনপ্রথার পরিধি বোঝার চেস্থা করেছি।

উপসংহারঃ

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের বর্বর চরিত্রের তেমন রূপ বদল হয়নি পুরুষ সাধিত সমাজে নারীর প্রতি অত্যাচার ও অবিচার নানাভাবে বর্তমান রয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার, ধর্মপ্রবর্তক মানবতাবাদী মহাপুরুষ সমাজের কল্যাণে বহু দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন যেসব উপদেশ নির্দেশ পালন করলে পালন করলে সমাজে নারীর মর্যাদা উন্নত হতো। সর্বংসহা ধরিত্রির মতোই আমাদের দেশের নারীরা মুখ বুজে সকল অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করে যায়। সবার ভয়ে অর্থের অভাবে কিংবা ন্যায় বিচার পাবার জন্য আইনের সাহায্য নিতে চায় না অথচ নারীরা আর চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী নেই। সমাজ সভ্যতার নির্মাণে নানা পর্যায়ে নারীরা মেধাবী অবদানে এগিয়ে চলেছে সমাজ পরিস্থিতিতে যৌতুকের মতো ঘৃণা ব্যবস্থা কেবল নারীর জন্যই অপমান আর লজ্জা নয়, সমাজের কলঙ্ক। তাই কেবল কঠোর আইন করে নয়, যেহেতু বন্ধের জন্য প্রয়োজন মনের উদারত, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, সর্বোপরি নারীকে পুরুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার বিবেক।

APPENDIX

পনপ্রথার কারন ও ফলাফলঃ

আমাদের সমাজে একটি অন্যতম প্রধান কুসংস্কার প্রথা হলো পণপ্রথা। এই পণ প্রথা প্রধান উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হল মেয়েদের সৌন্দর্যের অভাবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুশ্রী মহিলাদের বিয়ে হতে চায় না। সেই কারণে পর্ন দেওয়া হয়ে থাকে। বেশি পান দিয়ে ওই মেয়েটির বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তার বাবা-মা এই ধরনের কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হলে পাত্রপক্ষ অতিরিক্ত পণ দাবি করে এছাড়াও কোন কোন মেয়ে শারীরিকভাবে অক্ষম হলে সেক্ষেত্র বন দিয়ে তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় অর্থের লালসায় ছেলের পরিবার ছেলেকে বিয়ে দিতে গিয়ে মেয়ের বাড়ির থেকে পন চায় এছাড়াও আমাদের দেশে দরিদ্র বা আর্থিক দূর ব্যবস্থার কারণে যৌতুক বা পন চায়। এছাড়াও অধিকার লাভের জন্য অশিক্ষা সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উচ্চ বিলাসিতা জীবন দর্পণ করার জন্য এছাড়া প্রভৃতি কারণের জন্য পন দেওয়া ও নেওয়া হয়।

পনপ্রথার ফলাফলঃ

এই পণপ্রথার জেরেই মহিলারা স্বামীর গৃহে নির্যাতিতা হন পণপ্রথা নিষিদ্ধ করতে 1961 সালে তৈরি হয় পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন। এই আইনের ফাঁকফোকর থাকায় সমাজের বিশেষ উপকার হয়নি বরং সময়ের সঙ্গে পনের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে আর এর সঙ্গে বেড়েছে বধূ নির্যাতন, আত্মহত্যা, খুনের মতো ঘটনা

APPENDIX

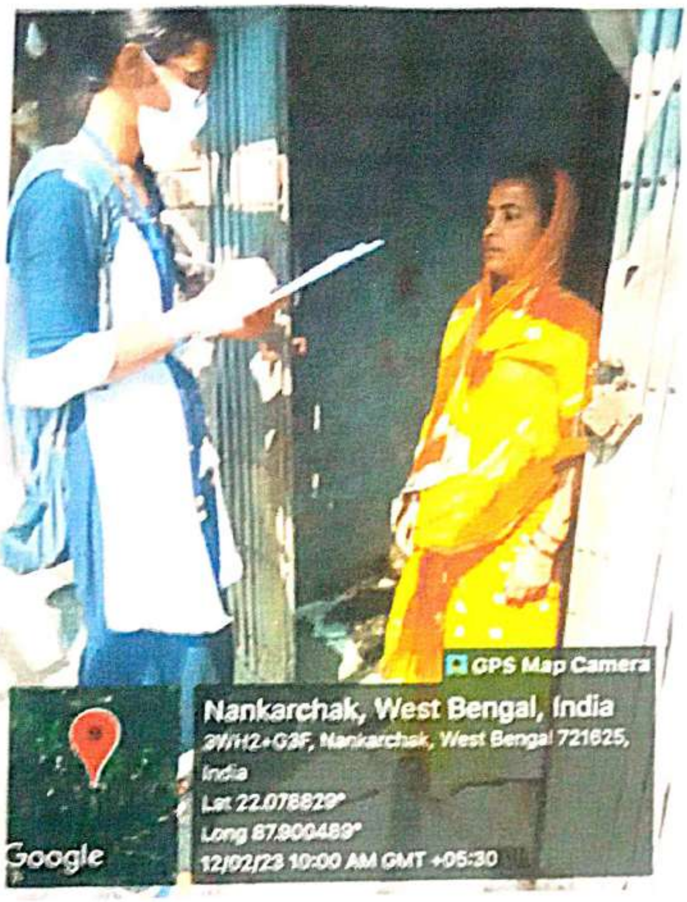
GPS Map Camera
Nankarchak, West Bengal, India
3WH2+G3F, Nankarchak, West Bengal 721625,
India
Lat 22.078829°
Long 87.900489°
12/02/23 10:00 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
Lat 22.078524°
Long 87.902914°
12/02/23 10:12 AM GMT +05:30
Google

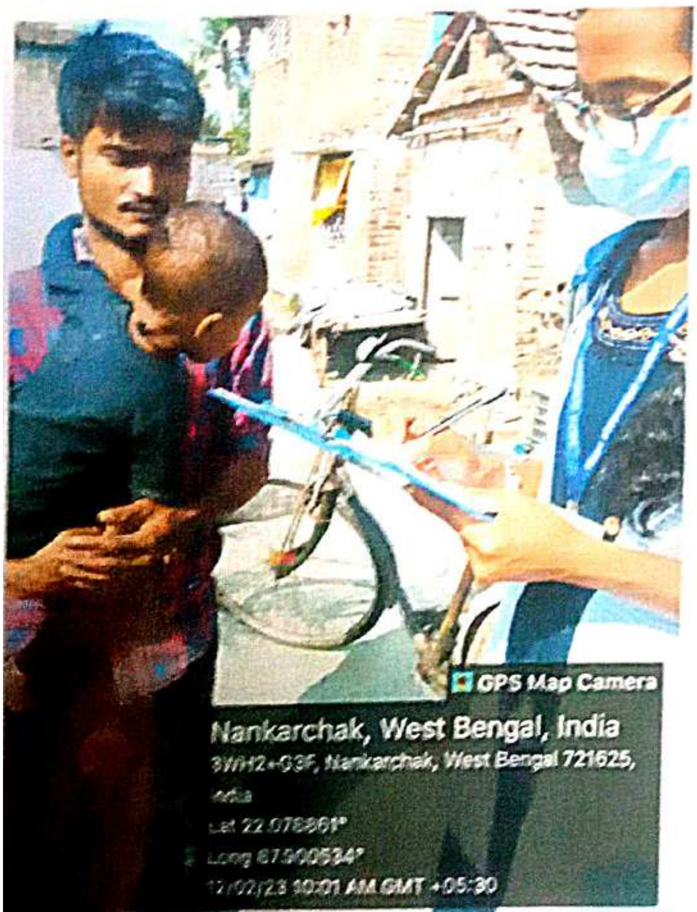
GPS Map Camera
Nankarchak, West Bengal, India
3WH2+G3F, Nankarchak, West Bengal 721625,
Lat 22.078861°
Long 87.900534°
17/02/23 10:01 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH2+HP4, Muradpur, West Bengal 721625,
India
Lat 22.078787°
Long 87.901409°
12/02/23 09:56 AM GMT +05:30
Google

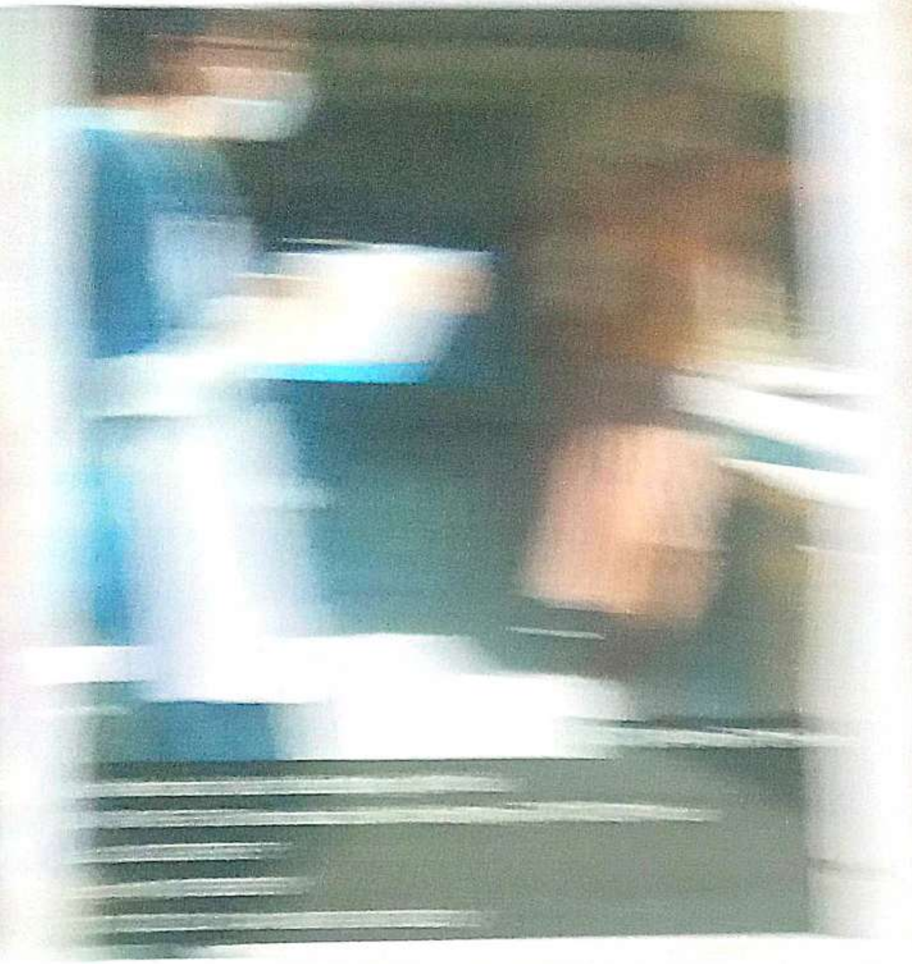

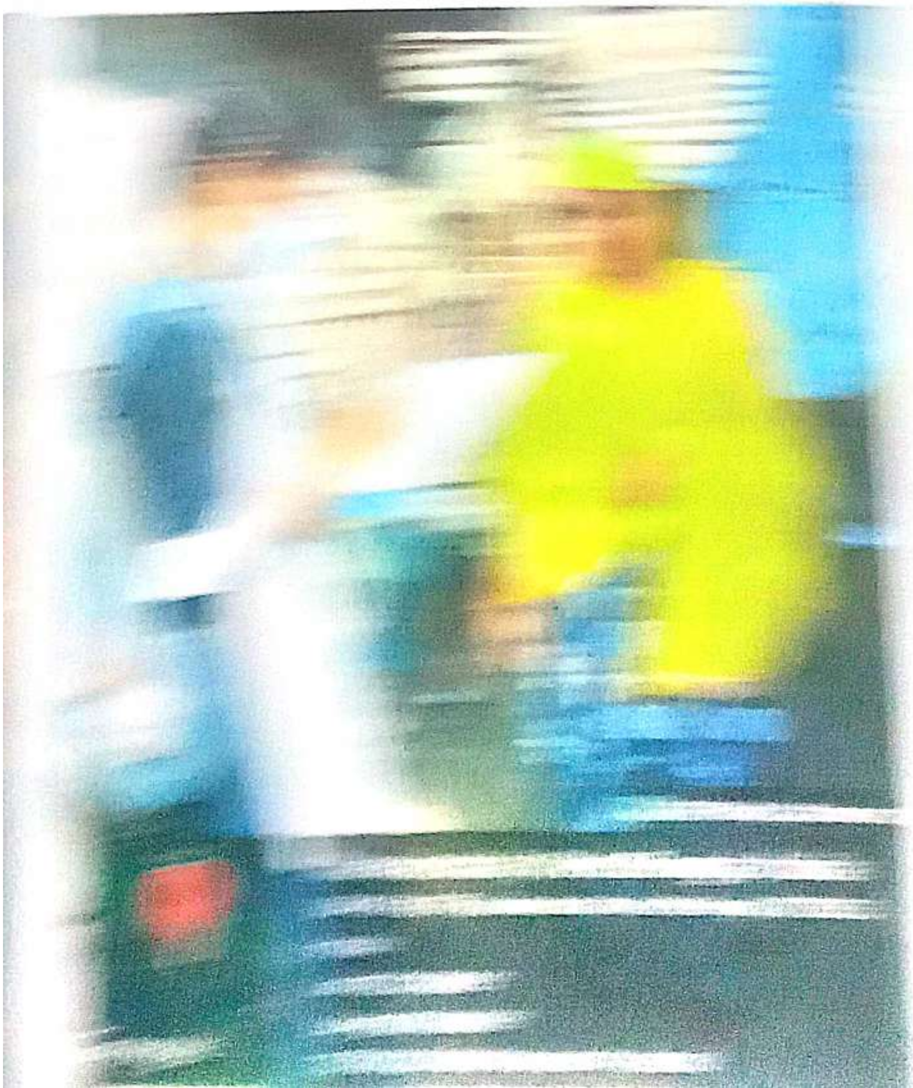

GPS Map Camera
Nankarchak, West Bengal, India
3WH2+G3F, Nankarchak, West Bengal 721625, India
Lat 22.078875°
Long 87.900568°
12/02/23 10:17 AM GMT +05:30

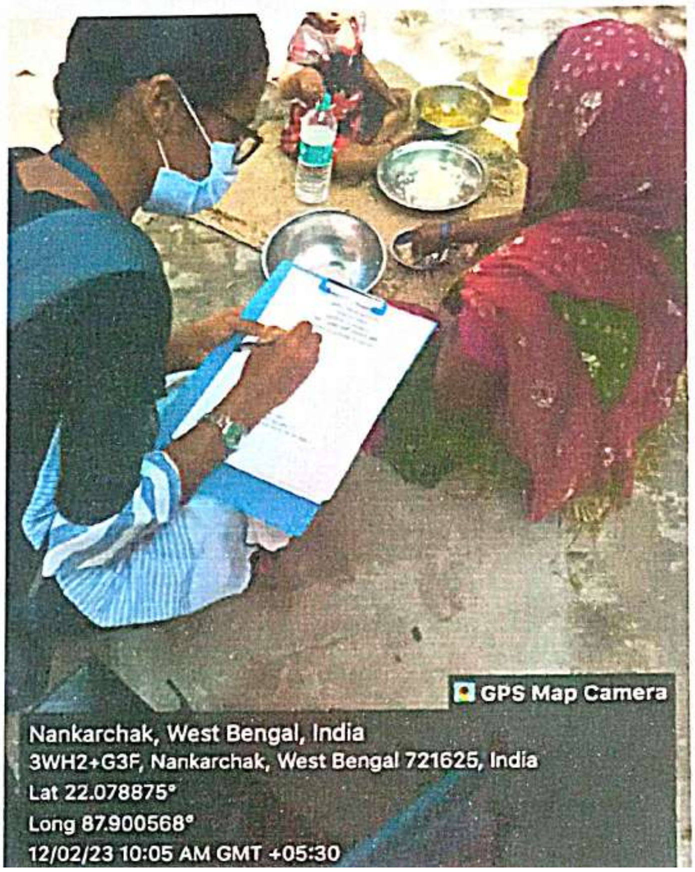
GPS Map Camera
Nankarchak, West Bengal, India
3WH2+G3F, Nankarchak, West Bengal 721625, India
Lat 22.078875°
Long 87.900568°
12/02/23 10:05 AM GMT +05:30

- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি **(Reference Books)–**

I. চক্রবর্তী এ. কে. – ১৯৭৩, " Subject of Sociology", কলকাতা পাবলিকেশন

II. আহুজা এম. – ১৯৯৬, " Windows", নিউ এজ, নিউ দিল্লী

III. আহুজা রাম – ১৯৯৭, "Social Problems in India", রাউৎ পাবলিকেশন, জয়পুর

IV. নিউ বর জে. কে. – ১৯১৫, "Sociological Introduction", দিল্লী পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী

V. চট্টোপাধ্যায় কে. – ১৯০০, " Dowry Age , a Social Problem", কলকাতা পাবলিকেশন

VI. "www.eindia" website